তারিখ ...১৭/২/৮২...
পৃষ্ঠা...

খাল খননে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে : সাত্তার

আদমদীঘি (বগুড়া) ১৬ই ফেব্রুয়ারী (বাসস)।—প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার তেওরপাড়া খাল পুনঃখনন প্রকল্প উদ্বোধনকালে দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ব্যাপক হারে খাল খনন ও পুনর্খনন কাজ শুরু করার আহ্বান জানান।

এ প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমবেত বিশাল জনসমাবেশে তিনি বলেন, খরা মওশুমে সেচ সুবিধার মাধ্যমে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান খাল খনন কর্মসূচীর সূচনা করেছিলেন এতে ফল পাওয়া গেছে খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে।

প্রেসিডেন্ট সাত্তার বলেন প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল না থেকে ব্যাপকহারে খাল খননের মাধ্যমে শুকনো ঋতুতে সেচের ব্যবস্থা করে আমরা অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে পারি। এতে আমরা শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণই হব না উপরন্তু খাদ্য রফতানী করে বৈদেশিক মুদ্রাও আয় করতে পারব।

জনসংখ্যা সমস্যার উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশ ইতিমধ্যেই জনসংখ্যার চাপে ভারাক্রান্ত। আমাদের পরিবার ছোট রাখতে হবে। তানাহলে জনসংখ্যার বিস্ফোরণের চাপে আমাদের সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টা ভেস্তে যাবে।

গণসাক্ষরতা কর্মসূচী প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বলেন, গণসাক্ষরতা কর্মসূচীর মাধ্যমে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়া শিক্ষা ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন

(শেষ পৃঃ ২-এর ৩য় কঃ দ্রঃ)

খাল খনন

(প্রথম পৃঃ পর)

আমাদের সম্পদ সীমিত। কাজেই এ কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য সকলেরই অবদান রাখা উচিত।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। সেজন্য গ্রামবাসীদের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে তিনি স্বেচ্ছা কেন্দ্র খোলার পরামর্শ দেন।

খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট বলেন, মজুতদার ও মুনাফাখোররা কৃত্রিমভাবে খাদ্যশস্যের দাম বাড়িয়েছে। সরকার খাদ্য পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রেখেছেন। জনগণের দুর্দশা নিয়ে সমাজ বিরোধীদের ব্যবসা করতে দেয়া হবে না বলে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান।

এ প্রসঙ্গে তিনি জনগণকে ধীরে ধীরে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে বলেন। প্রধান খাদ্য হিসাবে কেবলমাত্র চালের উপর নির্ভর না করে আমাদের আলু ও অন্যান্য খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করা উচিত।

পাঁচ মাইল দীর্ঘ এ খাল পুনর্খননের কাজ আগামী বছরের এপ্রিল মাসে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। এ খাল পুনর্খননের ফলে অতিরিক্ত ন' হাজার মন ধান ও গম উৎপন্ন হবে।